খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিভিত্তিক খাতে ইএসএফ ঋণের মাধ্যমে প্রকল্প স্থাপনের নিমিত্তে এক্সপ্রেশন অব ইন্টারেস্ট (EOI) ফরম পূরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা।

০১. EOI Form পূরণ এবং দাখিলের (Submit) পূর্বে আবেদনকারীকে আবশ্যিকভাবে এ নির্দেশিকা, ইএসএফ নীতিমালা ও EOI ফরমে উল্লিখিত তথ্যাবলী পাঠ এবং তদানুযায়ী আবেদনপত্র পূরণ ও দাখিলের জন্য পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।

০২. প্রস্তাবিত প্রকল্পের ভূমির মালিকানা কোম্পানির নামে/উদ্যোক্তাগণের নামে থাকতে পারে/উত্তরাধিকার সূত্রে উদ্যোক্তাগণের নামে অর্জিত হতে পারে। এছাড়া রেজিস্টার্ড বায়নানামা সূত্রেও প্রকল্পভূমির মালিকানা অর্জনের প্রস্তাবনা থাকতে পারে। আবেদনপত্রের সংশ্লিষ্ট ঘরে ভূমির মালিকানা সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করতে হবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দলিল নম্বর উল্লেখ করতে হবে। উল্লেখ্য, প্রকল্পের জমি অনিবার্য কারণবশতঃ পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে শুধুমাত্র এক বার পরিবর্তন করা যাবে। তবে পরিবর্তিত জমি অবশ্যই EOI এ প্রস্তাবিত জমির ১ কিঃমিঃ এর মধ্যে হতে হবে। একাধিক খন্ড হলে সর্বোচ্চ দূরবর্তী দুটি খন্ডের দুরত্ব এবং জমির প্রকৃতি নীতিমালার শর্ত মোতাবেক হতে হবে।

০৩. খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিভিত্তিক খাতে শুধুমাত্র নতুন প্রকল্প স্থাপনের লক্ষ্যে ইএসএফ ঋণের জন্য EOI দাখিল করা যাবে। বিদ্যমান/পুরাতন কোন প্রকল্পের সম্প্রসারণ/উন্নয়নের লক্ষ্যে ইএসএফ ঋণের জন্য EOI দাখিল করা যাবে না।

০৪. দাখিলকৃত EOI ফরমে প্রদত্ত তথ্যাবলী নীতিমালার শর্ত মোতাবেক যথাযথ কতৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতীত পরিবর্তন করা যাবে না। ইএসএফ ঋণের সাথে সম্পৃক্ত থাকাকালীন সময়ে দেশের প্রচলিত বিধি বিধান পরিপালন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট মঞ্জুরি বোর্ডের পূর্বানুমোদনক্রমে সর্বোচ্চ ৩৩% শেয়ার হস্তান্তর এবং সে মোতাবেক পরিচালনা পর্ষদ পরিবর্তন করা যাবে।

০৫. দাখিলকৃত EOI এর প্রাপ্তিস্বীকার পত্রের কপি আবেদনকারীকে সংরক্ষণ করতে হবে।

০৬. খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিভিত্তিক খাতে ব্যাংক ঋণসহ কোন প্রকল্প প্রস্তাব ইএসএফ ঋণ সহায়তার জন্য বিবেচনা করা হবে না এবং কোন ঋণ খেলাপী (বাংলাদেশ ব্যাংকের সংজ্ঞা অনুসারে) ও *কোন ধরণের বিল খেলাপী* ইএসএফ ঋণ সহায়তা প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

০৭. একজন উদ্যোক্তা খাত নির্বিশেষে কেবল মাত্র একটি প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

০৮. *ইএসএফ এর আওতায় একই পরিবারে একাধিক প্রকল্পে ঋণ মঞ্জুরি প্রদান করা হবে না*। তবে ভাই-বোন স্বাবলম্বী এবং তাঁরা পৃথক পরিবারভুক্ত হলে যথাযথ প্রামাণিক দাখিল সাপেক্ষে ESF হতে ঋণ গ্রহণের সুযোগ পাবে। এখানে 'পরিবার' বলতে "ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১" এর ১৪(ক) ধারায় প্রদত্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী "কোন ব্যক্তির স্ত্রী, স্বামী, পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন এবং ঐ ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল সকলকে বুঝাবে।"

০৯. ইইএফ এর আওতায় কোন উদ্যোক্তা/উদ্যোক্তাবৃন্দ ইতোপূর্বে কোন প্রকল্পের (খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষি/আইসিটি ভিত্তিক) অনুকূলে ইইএফ সহায়তা/ইএসএফ ঋণ গ্রহণ করে থাকলে উক্ত উদ্যোক্তা/উদ্যোক্তাবৃন্দ তাঁর/তাঁদের নিকট বকেয়া ইইএফ এর সমুদয় অর্থ আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ ব্যতীত পরিশোধ করেছেন তাঁরা পুনরায় নতুন কোন প্রকল্প স্থাপনের লক্ষ্যে ইএসএফ ঋণ সহায়তার জন্য আবেদন করতে পারবেন। এতদ্ব্যতীত যে সকল উদ্যোক্তা ইইএফ/ইএসএফ ঋণের জন্য আবেদন করেছেন কিন্তু শর্ট লিস্টভুক্ত হননি বা যে সকল উদ্যোক্তার মঞ্জুরিকৃত প্রকল্পের মঞ্জুরি ইইএফ হতে অর্থ ছাড়ের পূর্বে বাতিল করা হয়েছে তাঁরাও ESF ঋণ গ্রহণের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

১০. ইএসএফ এর আওতায় খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিভিত্তিক খাতের প্রকল্পের মোট ব্যয় সর্বনিম্ন ০.৮০ কোটি টাকা হতে সর্বোচ্চ ৫.০০ কোটি টাকা পর্যন্ত হতে পারে। তবে যন্ত্রপাতি নির্ভর প্রকল্পের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ব্যয় ১২.০০ কোটি টাকা পর্যন্ত হতে পারে। যন্ত্রপাতি নির্ভর প্রকল্প বলতে সেসব প্রকল্পকে বুঝাবে যেসব প্রকল্পের কাঁচামাল প্রক্রিয়াজাতকরণ থেকে শুরু করে পণ্য (Finished Product) উৎপাদন পর্যায় পর্যন্ত যন্ত্রের ব্যবহার অত্যাবশ্যক। তবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতভুক্ত প্রকল্প এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে প্রকল্প ব্যয় এর নিম্নসীমা ০.৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত শিথিলযোগ্য হবে। কুমিরের খামারের (প্রজনন ও লালন পালন) ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্রকল্প ব্যয় ৮.০০ কোটি টাকা পর্যন্ত ESF এর ঋণ সহায়তার জন্য বিবেচনাযোগ্য হবে।

১১. খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিভিত্তিক প্রকল্পে উদ্যোক্তার এক্যুইটি ও ইএসএফ ঋণ সহায়তার অনুপাত হবে ৫১% ঃ ৪৯%। তবে বাস্তবতার নিরিখে ঋণ সহায়তার পরিমাণ ৪৯% এর চেয়ে কমও হতে পারে। সেক্ষেত্রে উদ্যোক্তার এক্যুইটির পরিমাণ আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাবে (৫১% এর চেয়ে অধিক হবে)।

১২. আবেদনকারীকে ব্যাংক হিসাবধারী ও কর প্রদানকারী হতে হবে এবং কর বিবরণীর IT-10B তে প্রদর্শিত সম্পদই তাঁর আর্থিক সামর্থ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রকল্পটি শর্টলিস্টভূক্তির পর পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প প্রস্তাবনার সাথে আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যায়িত সকল উদ্যোক্তার IT-10B আবশ্যিকভাবে দাখিল করতে হবে। তবে IT-10B তে প্রদর্শিত সম্পত্তি বা স্বর্ণের মূল্য প্রদর্শিত না থাকলে জমির ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত মৌজা রেট এবং স্বর্ণের ক্ষেত্রে বর্তমান বাজার মূল্যের ৫০% হারে মূল্য বিবেচনায় নিয়ে সম্মিলিতভাবে উদ্যোক্তাদের আর্থিক সামর্থ্যতা (নীট সম্পদ মূল্য) নির্ধারণ করা যাবে।

১৩. (ক) নীতিমালার পরিশিষ্ট-১ এ প্রদর্শিত তথ্যানুযায়ী প্রকল্প ভূমির সর্বোচ্চ খন্ড সংখ্যা নির্ধারিত হবে। মূল সড়ক হতে প্রকল্পস্থলে ও একাধিক খন্ড বিশিষ্ট প্রকল্পের খন্ডসমূহের মধ্যে স্থলপথে যাতায়াতের এবং মালামাল পরিবহনের সুব্যবস্হা থাকতে হবে। প্রকল্পে যাতায়াতের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা থাকলেও প্রকল্পের মূল খন্ডে (যেখানে প্রকল্পের স্থাপনা তৈরী করা হবে) স্থলপথে যাতায়াতের জন্য যানবাহন চলাচলের উপযোগী সরকারী রাস্তা/নিজস্ব উদ্যোগে তৈরী রাস্তা থাকতে হবে। নিজস্ব উদ্যোগে তৈরী রাস্তার ক্ষেত্রে প্রকল্পের প্রস্তাবিত রাস্তার জন্য নির্ধারিত জমি প্রকল্পের জমির অতিরিক্ত হিসেবে আইসিবি'র অনুকূলে পাওয়ার অব এটর্নিসহ রেজিস্টার্ড মর্টগেজ করতে হবে। ফুল/অর্কিড চাষ, মৎস্য চাষ (সাদা মাছ/হাই ভ্যালু মাছ), চিংড়ি চাষ (গলদা/বাগদা), কুমিরের খামার, দুগ্ধ ও বায়োগ্যাস উৎপাদন, কাঁকড়ার হ্যাচারী ও কাঁকড়া চাষ এবং টার্কি পালন এবং টার্কির ডিম থেকে বাচ্চা উৎপাদন ইত্যাদি প্রকল্পের ভূমি একাধিক খণ্ডে বিভক্ত হলে তা অবশ্যই এক কিলোমিটার ব্যাসের (diameter) মধ্যে অবস্থিত হতে হবে। যেসব প্রকল্পের জন্য ভূমির একাধিক খন্ড গ্রহণযোগ্য সেসব প্রকল্পের ভূমির সর্বোচ্চ খন্ডসংখ্যা নীতিমালার 'পরিশিষ্ট-১' **এর ৪ নং কলামে** উল্লেখ রয়েছে।

(খ) হাঁস-মুরগীর ডিম থেকে বাচ্চা উৎপাদন (পোল্ট্রি হ্যাচারী) প্রকল্পের ক্ষেত্রে ভূমি দুই খন্ডে বিভক্ত হলে তা অবশ্যই সর্বোচ্চ ৫০০ মিটার (অর্ধ কিলোমিটার) ব্যাসের মধ্যে হতে হবে। তবে এক্ষেত্রে শেড নির্মাণ এবং ডিম হতে বাচ্চা উৎপাদন হ্যাচারী ইউনিটের জন্য ২৫০ শতাংশ বা ২.৫ একর ভূমি অবশ্যই একসাথে থাকতে হবে।

(গ) দুগ্ধ ও বায়োগ্যাস উৎপাদন প্রকল্পের ভূমি একাধিক খন্ডে বিভক্ত হলে গাভী লালন পালনের জন্য শেড নির্মাণ এবং অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ন্যূনতম ১(এক) একর উঁচু ভূমি অবশ্যই একসাথে থাকতে হবে। অনিবার্য কারণবশতঃ স্থাপনা নির্মাণের জন্য নির্ধারিত ১ একর ভূমি সংগ্রহ করতে না পারলে মোট প্রকল্প ভূমির পরিমাণ ঠিক রেখে স্থাপনা নির্মাণের জন্য নির্ধারিত জমির পরিমাণ সর্বোচ্চ ১০% পর্যন্ত শিথিলযোগ্য হতে পারবে। ঘাস উৎপাদনের জন্য নির্ধারিত ভূমি বন্যামুক্ত এবং বর্ষাকালে পানি জমে থাকে না এমন প্রকৃতির হতে হবে।

(ঘ) উচ্চ ফলনশীল শস্যের বীজ উৎপাদন প্রকল্পের জন্য নিয়ন্ত্রিত ও কাঙ্খিত পরাগায়নের মাধ্যমে মানসম্মত বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে খন্ডসমূহ সর্বোচ্চ ২ কি:মি: ব্যাসার্ধের মধ্যে হতে হবে। উল্লেখ্য, কাঙ্খিত পরাগায়নের জন্য প্রকল্পের আশে পাশের ফসল থেকে নির্ধারিত দুরত্ব বজায় রাখা বাঞ্ছনীয় এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

১৪. কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর আওতায় নিবন্ধিত/নিবন্ধনের নিমিত্তে রেজিষ্ট্রার অব জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস (RJSC) থেকে নামের ছাড়পত্র সংগ্রহের মাধ্যমে আবেদন করা যাবে।

১৫. কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ অনুযায়ী প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর সদস্য সংখ্যা ন্যূনতম ০২(দুই) জন এবং সর্বোচ্চ ৫০(পঞ্চাশ) জন পর্যন্ত হতে পারবে। উক্ত আইনে ঘোষিত অযোগ্য কোন ব্যাক্তি কোম্পানীর পরিচালক/শেয়ারহোল্ডার হিসেবে নিয়োজিত থাকতে পারবেন না।

১৬. কোম্পানীতে কোন উদ্যোক্তা/পরিচালক/শেয়ার হোল্ডার এককভাবে ৮০% এর অধিক শেয়ার ধারণ করতে পারবেন না।

১৭. কোন কোম্পানীতে অনিবাসী বাংলাদেশী (Non-Resident Bangladeshi - NRB) উদ্যোক্তা থাকলে তিনি/তাঁরা কোম্পানীর চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ Contact person এর দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতে পারবেন না।

১৮. ইএসএফ সহায়তার জন্য EOI দাখিলের (Submit) সময় বাংলাদেশে কার্যরত যেকোন তফসিলী ব্যাংক হতে ফি বাবদ (অফেরতযোগ্য) "ইইএফ ইউনিট, বাংলাদেশ ব্যাংক" এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ২,০০০.০০ (দুই হাজার) টাকার পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফ্ট সম্পর্কিত তথ্যাদি আবেদনপত্রের নির্দিষ্ট স্থানে উল্লেখ করতে হবে। পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফ্ট কোনক্রমেই ভাঁজ করা যাবে না। আবেদনকারী কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাংক ড্রাফট্ পে-অর্ডার এর মূল কপি সরাসরি/রেজিষ্টার্ড ডাক যোগে/উপযুক্ত বাহক মারফত ইইএফ ইউনিট, ব্যাংলাদেশ ব্যাংকে যথাশীঘ্র প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। প্রকল্পের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ সকল পরিচালকের পাসপোর্ট সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র ও TIN সার্টিফিকেটের কপি, অনলাইন EOI দাখিলের ক্ষেত্রে EOI এর মুদ্রিত কপিও দাখিল করতে হবে। এছাড়া, EOI এর সাথে কোম্পানির নামের বিপরীতে Name Clearance Certificate/Certificate of Incorporation এর কপি দাখিল করতে হবে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনে EOI এর মুদ্রিত কপি দাখিলের বাধ্যবাধকতা শিথিল করতে পারবে।

১৯. প্রকল্পের জমির মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্র, জাতীয় পরিচয় পত্র/পাসপোর্ট/জন্ম নিবন্ধন সনদের মূল কপি এবং দাখিলকৃত EOI এর প্রাপ্তিস্বীকার পত্রের কপিসহ সকল উদ্যোক্তাকে একই সাথে আইসিবিতে "প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি" এর নিকট প্রকল্পের বিষয়ে সাক্ষাৎকার প্রদান করতে হবে। প্রস্তাবিত প্রকল্প সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্তিকরণের (Short Listed) ক্ষেত্রে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

২০. প্রকল্পে উদ্যোক্তার অংশ বিনিয়োগের পর ইএসএফ এর অর্থ কিস্তিতে ছাড় করা হবে।

২১. লীজকৃত জমিতে প্রকল্প স্থাপনের জন্য EOI দাখিল করা যাবে না। সাফ কবলা দলিলের মাধ্যমে প্রকল্পের নামে জমি ক্রয় মিউটেশন ও হালনাগাদ খাজনা পরিশোধ করতে হবে। আইসিটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্পের নামে জমি/ফ্ল্যাট থাকার বিষয়টি ঐচ্ছিক বলে বিবেচিত হবে।

২২. প্রকল্পের পরিচালক/শেয়ারহোল্ডারগণের প্রত্যেকের সাম্প্রতিককালের পাসপোর্ট আকারের রঙ্গিন ছবি EOI আবেদন ফর্মের নির্ধারিত স্থানে আঠা দিয়ে লাগাতে হবে। সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড এর ছবিতে সম্পূর্ণ মুখমন্ডল (face) সোজাসুজিভাবে দৃশ্যমান হতে হবে।

২৩. EOI আবেদন ফরম পূরণকালে কোন ওভাররাইটিং, কাটাকাটি অথবা ফ্লুইড ব্যবহার করা যাবে না।

২৪. EOI আবেদন ফরম কোনভাবেই স্পাইরাল বাইন্ডিং করা যাবে না।

২৫. পূরণকৃত আবেদন ফরমের প্রতি পৃষ্ঠায় প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে সীলসহ স্বাক্ষর প্রদান করতে হবে।

২৬. EOI আবেদন ফরম বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট www.bb.org.bd/mediaroom/circulars/circulars.php অথবা আইসিবি'র ওয়েবসাইট www.eef.gov.bd/circulars হতে ডাউনলোড করে উভয়পৃষ্ঠায় প্রিন্ট নিয়ে তা যথাযথভাবে পূরণ করতঃ ইইএফ ইউনিট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রথম সংলগ্নী ভবন, ৮ম তলা, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০ ঠিকানায় সরাসরি/ডাকযোগে/কুরিয়ার সার্ভিস যোগে জমা দিতে হবে।

২৭. দাখিলকৃত অসম্পূর্ণ/ত্রুটিযুক্ত EOI বাতিল বলে গণ্য হবে।

২৮. EOI দাখিলের সময় কোন মিথ্যা তথ্য প্রদান/জাল দলিলাদি দাখিল করা হলে তাঁর আবেদন সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তিনি ভবিষ্যতেও প্রকল্প স্থাপনের জন্য EOI দাখিলের অযোগ্য বিবেচিত হবেন।

২৯ ইএসএফ সম্পর্কে বিস্তারিত আরো জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট www.bb.org.bd এবং আইসিবি এর ওয়েবসাইট www.eef.gov.bd ভিজিট করুন।